তারিখ 26 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আখেরি ধাক্কায় ছাত্রলীগ ভয়াবহ বেপরোয়া

মুশতাক আহমদ

অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার শেষদিকে এসে লাগামহীন হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। বিশেষ করে ছাত্রলীগ এখন ভয়াবহ রকমের বেপরোয়া। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ যতটা না তার চেয়ে বেশি হিংস্র হয়ে গেছে ঢাকার বাইরের শাখাগুলো। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ, তাদের কারণে এক সপ্তাহে দুটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটিতে চলছে অস্থিরতা। আর খুন হয়েছে অন্তত ৩ জন। জানা গেছে, সংঘর্ষ-প্রভাবে ...

চরম বেপরোয়া হয়ে পড়ে। এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রথম ১৭ মাসে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ঘটনা ছিল ১৫৮টি। তখনকার বেশিরভাগ সহিংস ঘটনা অবশ্য নিজেদের মধ্যেই ঘটেছে। তাদের হাতে ওই সময়ে নিহত হয় ৯ জন, আহত ১ হাজার ৯৪৭। ঘটনায় জড়িত থাকায় আটক ও গ্রেফতার হয় ২৪১। তখন সারাদেশে মামলা হয় ২১৪ জনের নামে। আর সংগঠন থেকে বহিষ্কার হয় ... ১৭ মাসে তাদের ...

দৈনিক

ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, গোলাগুলি, আহত ৮

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ২০ রাউন্ড ফাঁকা গুলির আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে আবু হানিফ, আনোয়ার হোসেন, আবু বক্কর, শাহিন, শাহেদ, শরীফ আকবর, দেলোয়ার হোসেন, জসিম উদ্দিনকে কমফোর্ট হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ দিকে এ সংঘর্ষের পর ঢাকা কলেজ এবং এর আশপাশে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। রাতে ঢাকা কলেজ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকা কলেজের সাধারণ ছাত্ররা বলছে, চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি পল্লব হোসাইন এবং সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান সুইনের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ থেকে এ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ফুয়াদ হাসান পল্লব ও সাধারণ সম্পাদক শাকিব হাসান সুইন গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে কথা পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের

২০ পৃষ্ঠার পর

কাটাকাটি হয়। এ সময় তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। রাত ৯টার দিকে উভয় গ্রুপের কর্মীরা ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় উভয় গ্রুপের কর্মীরা কলেজ হলে অবস্থান নিয়ে এক গ্রুপ অপর গ্রুপের কর্মীদের মারধর করতে থাকে। এক সময় সভাপতি গ্রুপের কর্মী আব্দুল্লাহকে মারধর করে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা। এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিতে থাকে। এ সময় সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা একইভাবে মহড়া দিতে থাকে। এক পর্যায়ে সাড়ে ৯টার দিকে দুই গ্রুপের কর্মীরা গুলি করা শুরু করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে ২০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

নিউমার্কেট থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, উভয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এছাড়া ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।